Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

"কি ধরনের আর্থসামাজিক বিন্যাসে আমাদের সংগ্রামের উপাদানগুলি বিকশিত হবে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক এক মেরুসর্বস্ব মহাদানব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যে, সেটাই জানতে হবে। অন্য অনেক পথই খুলে যাবে দেশে দেশে, যার মাধ্যমে এই দুনিয়াটি বদলে ফেলার শর্তগুলি ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।"

—কম. ফিদেল কাস্ত্রো

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা বাহানাগা বাজারে	১
দেশে বিদেশে	২
আন্তর্জাতিক চা দিবস	৩
রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে	৪
সংসদ ভবন উদ্বোধন	৫
দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহিলা সংঘ	৬
আর ওয়াই এফের ডাকে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল	৭
কম. নর্মদা রায়ের প্রয়াণ দিবস	৮

70th Year 32th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 10th June 2023

সম্পাদকীয়

তৃণমূল বিজেপি বাইনারি চূর্ণ করে গ্রামীণ মানুষের জয় হোক

মুখ্যমন্ত্রীর ধামাধরা আমলা রাজীব সিংহ তাঁর মনিবের প্রতি চরম আনুগত্যের নমুনা রাখলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে অভিষিক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, যিনি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে অহরহ সাপে নেউলে সম্পর্কে জড়িত থাকেন, তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করেই মমতাপন্থী বিতর্কিত আমলা রাজীব সিংহকেই নির্বাচন কমিশনার পদে সিলমোহর দিলেন। আমরা মিডিয়ার দৌলতে আর অনেক সময় এই দুটি প্রতিক্রিয়াশীল দলের দ্বিমুখী দোষারোপে বিভ্রান্ত হই। ভুলে যাই কিভাবে একদল অপর দলের পরিপূরক হয়ে নয়াউদারবাদী কর্পোরেট আগ্রাসনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়। রাজ্যবাসী নিশ্চয়ই ভুলে যাননি প্রাক্তন রাজ্যপাল বনাম মমতার দ্বৈরথের পরেও মোদি মমতা সেটিং অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি পদে জগদীশ ধনকড়ের পক্ষে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যাহোক, এতো সংক্ষিপ্ত সময়ের নির্বাচনী নির্ঘন্ট সম্ভবত রাজ্যবাসী আগে দেখেননি। মনে হয় বর্তমান নির্বাচন কমিশনার গত কয়েক বছরের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনা দুর্ঘটনা সম্পর্কে ন্যূনতম বিচার-বিবেচনা না করেই এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে পদক্ষেপ করছেন। কার অনুপ্রেরণায় বুঝতে অসুবিধা নেই। রাজীব সিংহ বিস্মৃত হয়েছেন যে, ২০১৮র পঞ্চায়েত ভোটে প্রায় ৪৪ শতাংশ ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

বাস্তবে এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। বোমাবাজি, গুলি গোলা একের পর এক গ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে শিশু নারী সহ বহু মানুষের মৃত্যু, পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থীপদের মাধ্যমে লুটের বাজারে প্রবেশের দলীয় স্বীকৃতির জন্য তৃণমূল এবং বিজেপি'র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে খুনোখুনি ইত্যাদির আবহে ভোটের জন্য রাজীব নির্ধারণ করেছেন মাত্র একটি দিন। নমিনেশন জমা দেওয়ার জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টা। তৃণমূল ও বিজেপি বুঝতে পেরেছে রাজ্যবাসী আর সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জালে ফাঁসতে চাইবে না। বিজেপি সারা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা জটিলতর করে চলেছে। কিছু স্যাঙাৎ ধনকুবেরের স্বার্থরক্ষা করছে। ইডি, সিবিআই এনআইএ-কে দিয়ে দলীয় স্বার্থে বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করতে ব্যস্ত। করোনা অতিমারি প্রমাণ করেছে প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করতে বিজেপি'র ব্যর্থতা। আর এদিকে বিচার ব্যবস্থার নজরদারিতে প্রমাণিত একেবারে শীর্ষস্তর থেকে নিম্নতম স্তরে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির অতল গহ্বর। অশিক্ষিত অদক্ষ ব্যক্তিদের চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। এই কাঁকড়ার মতো দ্বিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ ভয়ডরের তোয়াক্কা না করে পথে নেমেছে। মমতা অভিষেকের দুর্বৃত্ত নেতৃত্ব ও কর্মীদঙ্গল বুঝে গেছে এবার শুধু সন্ত্রাস আর গিমিকে কাজ হবে না। আর শেষ পর্যায়ে বিলাসবহুল যানে অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রার নাটক। নির্বাচন ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও চোরেদের রানির 'দিদিকে বলো' বা 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' প্রকল্প। দেশ ও রাজ্যের প্রতিটি মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের আবহ নির্মাণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার মধ্যেও গিমিক, দানধ্যানের নাটক আর মিথ্যা প্রচারের প্রতিযোগিতার সুযোগ নিতে ব্যস্ত এই দুটি দল। পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে সাহায্যের নামে নির্মাণ শ্রমিকের বরাদ্দ থেকে টাকা নিতেও দ্বিধা করে না তৃণমূল।

এই মুহূর্তে রাজ্য বামফ্রন্ট গ্রামীণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। যতদূর যেতে হয় বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে প্রস্তুত। মানুষের জয় অনিবার্য।

ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা বাহানাগা বাজারে

মোদি সরকারের চরম দায়িত্বহীনতাই একমাত্র কারণ

শতাব্দীর ভয়াবহতম রেল দুর্ঘটনার খণ্ডচিত্র

তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণে গত ২৮ মে রবিবার এই দরিদ্রপ্রধান বিপুল জনসংখ্যার দেশে কমপক্ষে কুড়ি হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেন্টার ভিসটার অঙ্গ নতুন সংসদ ভবনের হিন্দুত্ববাদী দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন নতুন ভারতের স্বঘোষিত সম্রাট। তাঁর রাজত্বকালের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগণিত সাধুসন্তদের বিশেষ বিমান যোগে দিল্লি আনা হল। হিন্দু সাধুদের স্পর্শে ও মন্ত্রোচ্চারণে সেঙ্গোল স্থাপন করলেন স্বয়ং সম্রাট। নাটকীয়তায় ভরপুর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন সেই রাজদণ্ডকে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রতি লজ্জাজনক উপেক্ষায় ধর্ম্মোন্মাদকূল ধন্য ধন্য করলেন। পুষ্প বর্ষিত হল সম্রাটের ওপর। তিনি নিশ্চয়ই প্রজাদের কল্যাণ কামনা করে নিজের রাজত্বকালকে বা তাঁরই নির্দিষ্ট অমৃতমহোৎসবকে ধন্য করতে প্রার্থনা করেছিলেন। সে সব অন্য কথা, অন্যত্র উল্লেখ্য।

তারপর মাত্র পাঁচ রাত্রি অতিবাহিত হবার পরেই ভারত রাষ্ট্রে ভয়ঙ্করতম রেল দুর্ঘটনা। ২ জুন সন্ধে সাতটা নাগাদ এক চরম অভিশাপ নেমে এল এই দুর্ভাগা দেশের অগণিত মানুষের ওপর। একান্তভাবেই মোদি সরকারের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং রেলমন্ত্রকের নির্বিচার বেসরকারীকরণ, ক্রমাগত কর্মীসংখ্যা ছাঁটাই-এর মাশুল গুণলেন অন্ততপক্ষে তিনশ' নিহত রেলযাত্রী। আরও কতজন যে হারিয়ে যাবেন তার কোনও ঠিক নেই। বীভৎস মৃত্যুর কবলে অসংখ্য মানুষ। আহত যাত্রী ও রেল কর্মচারী সরকারি হিসেবে হাজারেরও বেশি। এমন রেল দুর্ঘটনা বিগত একশ বছরের মধ্যে হয়নি।

১৯৯৯ সালে বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী গাইসাল-এ ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। অটলবিহারী সরকারের রেলমন্ত্রী নিতীশ কুমার। তিনি তৎক্ষণাৎ ওই দুর্ঘটনার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। বর্তমান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সেই পথে যাবার কল্পনাও করবেন না, তা বলাই বাহুল্য। তবে রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনার পর থেকে টানা ৩৬ ঘণ্টা অকুস্থলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি কি তাঁর মন্ত্রকের চরম গাফিলতি, যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টির আতঙ্কজনক উপেক্ষা এবং রেলমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্তব্যপালনে ব্যর্থতা ঢাকতেই দীর্ঘসময় দুর্ঘটনাস্থলে রইলেন? আবার এমনও হতে পারে রেলমন্ত্রকের কোনও ক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থিতি থাকে না। শুধু মোদিময়! সব উদ্বোধনে মোদিই!

মোদি সরকারের কোনও মন্ত্রীর কাছে এতটুকুও আশা করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর ভাবমূর্তি উদ্ধারের প্রগলভ বাসনায় চিত্র সাংবাদিকদের নিয়ে অকুস্থল পরিদর্শন এবং কটক প্রভৃতি স্থানের হাসপাতালে ভ্রমণ করে গেছেন। বিজেপি আইটি সেল ও ট্রোল বাহিনী উদ্বাহু নৃত্য করে মোদি ও বৈষ্ণবের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তাদের প্রচারে রেলমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লিখিত হচ্ছে। মোদির অপার ক্ষমতার বিষয়ও উঠছে। কিন্তু কোথাও এতগুলি মানুষের হত-আহত হবার প্রসঙ্গ তুলছেই না এইসব অন্ধ ভক্তবৃন্দ।

—এরপর ৬ পাতায়

নবনির্মিত সংদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গণতান্ত্রিক ভারতে ২৮ মে রবিবার নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে তথাকথিত 'নতুন ভারত'-এর সচিত্র জীবন কাহিনীর প্রদর্শনী অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে। এই বিশেষ প্রদর্শনীতে নজর আকর্ষণকারী ছবিটি হল, সদ্য প্রতিষ্ঠিত সেঙ্গোলের (রাজদণ্ড) সামনে লাল গালিচায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাষ্টাঙ্গে প্রণামের দৃশ্যটি। অবশ্য এই নয়া জমানায় এমন দৃশ্য অভিনব নয়, ২০১৪ সালেও সংসদ ভবনে প্রবেশের মুহূর্তে একই মুদ্রায় মোদীজি প্রণিপাত হয়েছিলেন। প্রচার প্রাজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী মোদী বিলক্ষণ জানেন, প্রযুক্তির সৌজন্যে গণতন্ত্রের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধার প্রতীক এই দৃশ্যটি মুহূর্তে দিকে দিকে প্রচারিত হবেই, সহস্র কোটি ভারতবাসী বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সর্বাধিনায়কের গণতন্ত্রের প্রতি এমন সুগভীর শ্রদ্ধা (!) অবলোকন করে আনন্দে, বিস্ময়ে হয়ত পুলকিত হবেন।

কিন্তু এই সেঙ্গোল (রাজদণ্ড) বা রাজদণ্ড ক্ষমতার প্রতীক, গণতন্ত্রে তার স্থান হতে পারে না, যদি হয়, তা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। একুশ শতকের তৃতীয় দশকে গণতান্ত্রিক ভারতে আইনসভার নবনির্মিত ভবনে রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারের কোনও প্রয়োজন ছিল না। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে নয়, রাজদণ্ডটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান শাসকদের নিজস্ব প্রয়োজনেই। গণতন্ত্রের আলখাল্লার অন্তরালে রাজাধিরাজের আধিপত্য ও মহিমাকে প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই সেঙ্গোল বা রাজদণ্ড নিয়ে এই কৌতুককর কর্মকাণ্ড।

প্রসঙ্গত নতুন সংসদ উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতির স্বাভাবিক ভূমিকার পরিবর্তে যেভাবে সমগ্র আয়োজনটিকে প্রধানমন্ত্রীর একক অনুষ্ঠানে পরিণত করা হল, তাতে এমন উপলব্ধি অস্বাভাবিক নয়, এমন ব্যবস্থা চলতে থাকলে এই নতুন ভারত গণতন্ত্রের পোশাক বর্জন না করেও আদতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূলপর্বটিতে আপাদমস্তক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মহা আয়োজন দেখে মনে হতে পারে সংসদ ভবন নয়, একটি বিশেষ ধর্মের মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হচ্ছে। আসলে এমন বিভ্রমকে বাস্তবয়াতি করার মধ্য দিয়ে বর্তমান শাসকশ্রেণি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যপূরণে কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

কুস্তিগীরদের লড়াইয়ে সৌরভ-শচীন-ধোনি প্রমুখ মহানক্ষত্ররা নীরব কেন?

নানা রঙের নানা ঢঙের প্রচার মাধ্যমে এঁরাই তো মুখ। খেলার দুনিয়ায় এঁদের মহাপরাক্রম দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু কুস্তিগীরদের লড়াইয়ের ময়দানে তাঁরা কোথায়?

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী কুস্তিগীররা রাস্তায় লড়াই করছেন যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে। কুস্তিগীরদের জাতীয় সংগঠনের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বিজেপি সাংসদ এবং উত্তরপ্রদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিক, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগাটরা। দেশের জন্য যাঁরা পদক জিতে এনেছেন, তাঁদের কার্যত চমকাচ্ছেন ''দেশপ্রেমিক'' ব্রিজভূষণ। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ব্রিজভূষণ বিকৃত মানসিকতার একজন মানুষ। মজার ঘটনা, এমন গুরুতর অভিযোগেও প্রধানমন্ত্রী নীরব, ক্রীড়ামন্ত্রীও চুপ বরং এ হেন লড়াইয়ে পুলিশ দিয়ে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

দুঃখজনক ঘটনা, এই কুস্তিগীরদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে পারলেন না, ক্রিকেট জগতের বীর তারকারা। সৌরভ তো জানতেনই না যে এরকম একটা লড়াই চলছে। তিনি আবার পর্যটনের ব্র্যান্ড এ্যাম্বাসেডার। মহানক্ষত্র শচীন তেণ্ডুলকর গোয়ায় সপরিবারে ভ্রমণে ব্যস্ত। কিন্তু ভারতের ক্রীড়া জগতের মাস্টারব্লাস্টার, প্রাক্তন সাংসদ এত বড় সংকটে নির্বিকার, একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি।

আই পি এলের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন–ধোনি, সাক্ষী, বিনেশ, বজরং পুনিয়াদের লড়াই সমর্থন করে কোনও বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। পি টি ঊষার লজ্জাজনক ভূমিকায় আমরা বেদনাহত। তবু ভরসার কথা, গাভাস্কার, কপিলদেব সহ '৮৩র বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দল, সুনীল ছেত্রী, অনিল কুম্বলে মুখ খুলেছেন। কিন্তু কেউই সশরীরে যাননি ওদের পাশে। সংগ্রামরত কুস্তিগীররা যখন প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে যাচ্ছিলেন তখন পুলিশ তাঁদের পিটিয়েছে, প্রশাসন নির্বিকার, কিছু ব্যতিক্রম বাদে খেলার দুনিয়া নির্বিকার। বাইশ গজের মহাবীররা রাস্তার লড়াইয়ে কেঁচো কেন? পাছে প্রধানমন্ত্রী রেগে যান! এমন এক ধারণা নির্মাণ করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মানেই তো দেশ, তাঁর দলের বা সরকারের সমালোচনা করা মানে, দেশের বিরোধিতা করা, বাইশ গজের তথাকথিত বীরেরা 'দেশদ্রোহী' হতে চাইছেন না বোধহয়। পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কায় গত বছর জুলাই মাসের ঘটনা উল্লেখ্য। উত্তাল শ্রীলঙ্কায় গণবিক্ষোভ, রাষ্ট্রপতি ভবনে বিক্ষোভরত জনতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তী ক্রিকেটার তারকা সনৎ জয়সূর্য। সংবাদ মাধ্যমে এক প্রশ্নের উত্তরে, সনৎ জয়সূর্য বলেছিলেন, 'আজকে আমার অভাব নেই, কিন্তু কাল আমিও এই অন্ধকারে ডুবতে পারি,–আজ যদি নিজেকে রাস্তায় টেনে না নামাই, একদিন আমিও রাস্তা খুঁজে পাবো না।'

ভারতের ক্রীড়া জগতের বাইশ গজের মহাবীরেরা কেউই জয়সূর্য হতে পারলেন না– ভারতের ক্রীড়া দিগন্তে এই এক অন্ধকারময় দিক। এমন ঘটনা, দেশের লজ্জা। (সংগৃহীত)

রাশিয়া থেকে নতুন উচ্চতায় ভারতের তেল আমদানি

এ বছরের মে মাসে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারী দেশ ভারত রাশিয়া থেকে দৈনিক ২ মিলিয়ন ব্যারেল হিসাবে অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, ভারতের অপরিশোধিত তেল শোধনের ক্ষমতা দৈনিক ৫ মিলিয়ন ব্যারেল, চাহিদার ৮৫ শতাংশ তেলই আমদানি নির্ভর। এই মুহূর্তে ভারত প্রয়োজনের ৪২ শতাংশ তেল কেবলমাত্র রাশিয়া থেকে আমদানি করছে। তেল রপ্তানির বাজারে ''হেভিওয়েট'' দেশ ইরাক, সৌদি আরবদের পেছনে ফেলে ইউক্রেন যুদ্ধ সত্ত্বেও রাশিয়া তেল রপ্তানিতে বাজিমাৎ করে এগিয়ে চলেছে। তার যুদ্ধ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখছে। কম দামের সুযোগ নিয়ে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বিপুল বাড়িয়েছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ার পর রাশিয়ার উপর পশ্চিমী দুনিয়ার নিষেধাজ্ঞা চাপার ফলে, নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে তেল বিক্রি জারি রাখতে গত গছর মার্চ মাসে কম দামে রাশিয়া অপরিশোধিত তেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়, এই সুযোগেই ভারতীয় সংস্থাগুলি রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানি বাড়াতে থাকে এবং এখন এই আমদানি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তবে নতুন করে বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেলের দর নিয়ে চর্চা চলছে। মনে হয় অনতিবিলম্বেই তেলের দাম বাড়তে চলেছে, এমন আশঙ্কাই করছে ভারতের তেল আমদানিকারী সংস্থাগুলি।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরানের টক্কর বেড়েই চলেছে

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ফের সেনাবাহিনীর দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন। ইমরানের দাবি যেন তেন প্রকারেন আগামী নির্বাচনে ইমরানের লড়াই বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর পাক সেনাবাহিনী। দুর্বল সরকার ক্ষমতায় এনে দেশ শাসনের ভার প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর হাতেই রাখতে পারে। এক টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইমরানের দাবি তাঁর দল পিটিআই যাতে নির্বাচনে লড়তে না পারে তার জন্যই চক্রান্ত করছে পাক সেনাবাহিনী। পিটিআই-কে নিষিদ্ধ করতে পারলেই আগামী নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হতে পারে।

পাকিস্তানের চলমান প্রবল আর্থিক সঙ্কটের প্রসঙ্গে ইমরান খানে দাবি, তিনি ক্ষমতায় ফিরলে শক্ত হাতে এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারবেন। ইমরান মনে করেন, ধনী প্রবাসী পাকিস্তানীদের মাধ্যমে বিপুল আর্থিক অনুদান তুলতে তিনি সফল হবেন। দুর্বল সরকার ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানিদের দুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে।

এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানের আর্থিক সঙ্কট নিয়ে আশঙ্কার কথা বলছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে খাদ্যসঙ্কট চরম উঠতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে চলেছে দক্ষিণ এশিয়ার আরও দুটি দেশ আফগানিস্তান ও মায়ানমার। এই রিপোর্টেই বলা হয়েছে ঐ সময়ে পাকিস্তানের অন্তত ৮১ লক্ষ মানুষ অনাহারে পড়তে পারেন। এই সময়ে কয়লা ও খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি থেকে পাকিস্তানের লাভের পরিমাণ আরও কমবে। ফলে খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশা আরও বাড়তে পারে। দেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, এই চরম আর্থিক সঙ্কটের জন্য চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডরও অনেকটা দায়ী। এই প্রকল্পের জেরেই উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ ডলার ঋণের জালে পাকিস্তান জড়িয়ে পড়ছে।

নতুন ভূমিকায় নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল (প্রচণ্ড)

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা বর্তমানে নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ড সম্প্রতি ভারত সফরে এসে ভারত-নেপালের মধ্যে শক্তির ক্ষেত্রে পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের সক্রিয়তাকে প্রচন্ড স্বাগত জানিয়েছেন। ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব হতে পারে। তিনটি দেশ যৌথভাব এই চুক্তি তৈরি করবে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার হাত কিছুটা শক্তিশালী হবে। ভারত নেপালের মধ্যে প্রচন্ডর এই সফরকালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে নেপালকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। বন্ধুত্বের আহওয়াতেই দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। ঘটনা হল, ভারত-নেপালের ১৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। বিতর্ক রয়েছে কালাপানি এবং সুস্তা অঞ্চলে। তিন বছর আগে এই অঞ্চলগুলিকে নেপালের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলছিল, আপাতত সেই সংঘাত কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়েছে।

পাশাপাশি, দু'দেশের মধ্যে যাত্রী চলাচল, রেল সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন করে চেকপোস্ট, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্তঃসীমান্ত পেট্রোলিয়াম পাইপ লাইন তৈরি ইত্যাদি একগুচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে প্রচন্ডর বর্তমানে চলমান সফরকালে।

রাজনৈতিক ক্ষমতাদীর্ণ নেপালে বামপন্থী নেতা প্রচন্ডর সাফল্য কামনা করি।

আন্তর্জাতিক চা দিবস/চা শ্রমিকের সেকাল একাল

শেষাদ্রি ভূষণ সাহা

বলতে গেলে জল এর পর জগৎ জোড়া খ্যাতি চা-এর। সারা পৃথিবীতে চা উৎপাদনে চিনের পর দ্বিতীয় স্থান ভারতের। সারা বিশ্বে সুখ্যাতি রয়েছে দার্জিলিং চায়ের। সারা ভারতে প্রায় চার লক্ষেরও অধিক শ্রমিক চা বাগিচা শিল্পের সাথে যুক্ত। সারা দেশে রয়েছে ১৯৬২ সংখ্যক চা উৎপাদক সংস্থা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যে উৎপাদিত হয় সারা ভারতের চা উৎপাদনের অর্ধেক। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার আসাম রাজ্যের লখিমপুরে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু করে। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, বর্তমান চা শিল্পের ভিত্তি ১৮৫০ থেকে ১৮৫৯-এর মধ্যে হয়েছিল। আসামের তদানীন্তন কমিশনার জেটকিন্সের ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, ভারতে উৎপাদিত প্রথম চা ১৮৩৮ সালের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে পৌঁছায়। ইংল্যান্ডের মিনসিং লেনে ১০ জানুয়ারি ১৮৩৯ সাল, ভারত থেকে পাঠানো সর্বপ্রথম মোট ৩৫০ এল পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ১৫৮ কেজি চা জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

১৮৪২ সালে, ২৯ আগস্ট নানকিং চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন এবং চিনের মধ্যে প্রথম আফিম যুদ্ধ শেষ হয়। ১৮৪৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চিন দেশের একচেটিয়া চা বাজারের দখলের লক্ষ্যে ভারতে চা শিল্প বিকশিত করার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদবিদ রবার্ট ফরচুনকে চিন দেশে পাঠিয়েছিল। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ চা গাছগুলিকে পাচার করে ভারতে নিয়ে আসেন। এমনকি ভারতে চা চাষে সহযোগিতা করার জন্য সঙ্গে নিয়ে আসেন ৮ জন চা বিশেষজ্ঞকে। তাঁর লেখা ''থ্রি ইয়ার্স ওয়নডারিংজ ইন দি নর্দান প্রভিন্স ইন চায়না'' বইতে চিন দেশের চা উৎপাদনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

ভারতে চা শিল্পের পত্তনে প্রয়োজন হয় বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের। কেমন ছিলেন সে দিনের চা শ্রমিকরা–চা শিল্পের আদি পর্বে আসাম দার্জিলিং ডুয়ার্স তরাই অঞ্চলের কথা জানা যায় ''পেপারস রিগার্ডিং দ্য টি ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল'' ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস থেকে মুদ্রিত গ্রন্থে বাংলার কৃষি বিভাগের সচিবের তরফ থেকে সরকারের কৃষি রাজস্ব দপ্তরের সচিবকে লেখা চিঠিতে চা বাগান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখা হয়। তৎকালীন ভারত সরকারের কাছে লিখিত ৩২২৮ নং চিঠির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নতুন ''ওয়েষ্ট ল্যান্ড'' আইনের প্রস্তাব সহ এতদঅঞ্চলের পতিত জমিকে (ওয়েস্ট ল্যান্ড) চা বাগিচা শিল্পের উপযোগী করে গড়ে তোলা সহ স্থানীয় এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা শোষণ এবং বঞ্চনার ইতিহাস যা আজও চলছে সমানতালে।

২৯ অক্টোবর ১৮৭৩ সালে এ ম্যাকেঞ্জি'র লেখা সেই চিঠির ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় :–

"In Darjeeling and the other districts, where labor is free, there never were serious abuses. In Darjeeling the complaint now is that the coolies are too independent. In Cachar and shylhet things have assumed so satisfactory a state that, as the Government of India is aware. His honor has come to think that it may be the best to render immigration as free, cheap, and easy as possible, and that we may dispense with special laws. In Assam late observations have shown that in most gardens the state of things is satisfactory. Still there is great variety in the condition of things in that province; the mortality is still in some tracts considerable, and some of the gardens are far removed from magisterial control. Two or three of the letters of Assam planters included in the collections still show a spirit in regard to the coolies which the Lieutenant-Governor does not altogether like. Some special supervision is still necessary in Assam.

এ ম্যাকেঞ্জি'র চিঠি থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ বিনা পারিশ্রমিকে চা বাগানের পত্তনে শ্রমিকের শ্রম চুরির এক বিরাট ব্যবস্থার আয়োজন সহ তা সংহত করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টার ইতিহাস। এই রিপোর্টগুলিতেই পাওয়া যায় শ্রমিক নিগ্রহ, অস্বাভাবিক মৃত্যুহার সহ তৎকালীন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের প্রাক-পুঁজিবাদী বিকাশ কিভাবে ছোটনাগপুর, ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষজনকে শুধু সস্তা শ্রমের লোভ দেখিয়ে কিভাবে বাস্তুচ্যুত করেছে।

ইংরেজ রাজত্বে উত্তরপূর্ব ভারতকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চা বাগান শ্রমিকদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজ জমানায় বাংলা ডিভিশনের অন্তর্গত আসাম, ঢাকা, কোচবিহার, চট্টগ্রাম, ছোটনাগপুরে চা চাষ শুরু হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নরের তরফ থেকে চা শিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দেওয়া সহ বাংলার সাথে আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির চিন্তাভাবনাও শুরু হয়। প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনকে সংহত করে এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সাথে সাথে চিনা চায়ের বাজারকে দখল করার লক্ষ্যে তা ছিল প্রথম ধাপ। চা শিল্পের প্রয়োজনে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী পূর্বতন সাধারণ স্থানীয় মানুষদের জমি কিভাবে দখল হয় তার বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন।

দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার মেজর বি ডাব্লিউ মর্টন'এর তরফ থেকে কোচবিহার ডিভিশনের কমিশনারকে ১৮৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি লিখিত ২১৪সি নং চিঠির মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চা বাগান সম্প্রসারণে এতৎঅঞ্চলের স্থানীয় ভূমিপুত্রদের কাছ থেকে ইংরেজ সরকার বিপুল পরিমাণ জমি সংগ্রহ করেন জে ডাব্লিউ এডগারের লেখা চা বাগান স্থাপনের ইতিহাসে রয়েছে তার বিবরণ। ১৮৬৩ সালে আসাম এবং কাছার জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রেগুলেশন পাশ হয়। এডগারের দেওয়া রিপোর্টে আছে, প্রতিমাসে মোট ২৬টি কর্মদিবসে পাহাড় অঞ্চলে শিশু শ্রমিকরা মজুরি পেতেন ৩ টাকা, নারী শ্রমিক ৪-৮ টাকা, গায়ে যাদের জোর আছে সে সমস্ত নারী পুরুষ শ্রমিকরা পেতেন ৫-৮ টাকা। সম্ভবতই এটাই ছিল চা বাগান শ্রমিকদের দেওয়া সবচেয়ে কম মজুরি এবং সরকারি নথিতেই উঠে এসেছে শিশু শ্রমিক নিয়োগের চিত্র।

১৮৮৮ সালে রামকুমার বিদ্যারত্নের 'কুলি কাহিনী'তে উঠে এসেছিল চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার করুণ চিত্র। চা বাগান শ্রমিকরা বংশানুক্রমিক ভাবে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের এক সুবিশাল অঞ্চলের ঢাল, টিলা, পতিত জমি পরিষ্কার করে চা বাগানের সূচনাতে। সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এই শ্রমিকেরা আজও তাদের ভূমির অধিকার পায়নি।

চা শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য এক বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। ফলস্বরূপ চা রোপণের ইতিহাসের প্রথম দিকে আসাম এবং কাছাড় জেলাতে প্রাপ্ত স্থানীয় শ্রমিক অপর্যাপ্ত বলে জনবহুল জেলাগুলি থেকে আরও বেশি করে শ্রমিক আমদানির চেষ্টা হয়। তাই বেনারস, গাজিপুর, ছোটনাগপুর, বিহার থেকে সংগৃহীত হাজার হাজার শ্রমিকের জন্য খাদ্য এবং তা সঠিক সরবরাহের অপ্রতুলতায় সে অঞ্চলে রোগভোগে মারা যায় ১০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক।

ইংরেজ সরকার কমিশন বসিয়ে, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে লেবার অভিবাসন সংক্রান্ত অ্যাক্ট II ১৮৬৩ পাশ করিয়েও শ্রমিক মৃত্যু কমাতে পারেননি। ফলত আইন প্রণয়নের তিন বছরের মধ্যে ৯০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে মারা যান ৫,৫০০ জন। ১৮৬৫ সালে পাশ হয় অ্যাক্ট IV। প্রথম ১৮ মাসেই মারা যায় ১৩,৯০৫ জন শ্রমিক। আঁতকে ওঠার মতো পরিসংখ্যান। মৃত্যুর কারণ অপর্যাপ্ত খাবার ও স্বাস্থ্য পরিষেবার চূড়ান্ত অভাব।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ সালে জে ডাব্লিউ এডগারের দেওয়া রিপোর্টেই আছে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণ লাঞ্ছনার এক হৃদয়বিদারক বিবরণ। অনেক বেশি মজুরি, প্রচুর পরিমাণে সস্তা জীবনযাপনের উপায়ের আশায়, শ্রমিকরা প্রায়ই নীতিহীন নিয়োগকারীদের দ্বারা প্রতারিত হত। প্রলুব্ধ করে অনেকটা দাস বন্দীদের মতো তাদের নিয়ে আসা হত। শ্রমিকরা সেখানে এসেই পেতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশ। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বহুদূর মানব বসতি থেকে নির্জন জলাবদ্ধ জঙ্গলাকীর্ণ এক এলাকা, যেখানে খাদ্যের বিশেষ অপ্রতুলতা। সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখতে পেতেন পরিবার-পরিজন এবং সহ শ্রমিকদের রোগভোগে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু সহ বিধ্বস্ত এক পরিবেশ। খারাপ মানের খাবার, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং ত্রাণের জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হত না তাদের জন্য। অনেকে পালিয়ে যেতেন, ধরা পড়লে মারধর করা, বেঁধে রাখা হত। এমনকি, পলাতক শ্রমিকদের খুঁজে পেতে কুকুরকে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও জানা যায়।

আজ ভারত স্বাধীন। ভারত সরকার, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের অধীন 'টি বোর্ড ইন্ডিয়া', ২০২৩ সালের ২১ মে চতুর্থ আন্তর্জাতিক চা দিবস পালনের লক্ষ্যে সচেতনতার পাশাপাশি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয়টির উদযাপন স্মরণে বেশ কয়েকটি প্রচারমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। 'টি বোর্ড ইন্ডিয়া' আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষে, গুয়াহাটিতে আসাম চা-এর ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বছর একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী চা উৎপাদন এবং ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৬৪৫৫ মিলিয়ন কেজি এবং প্রায় ৬১৭৩ মিলিয়ন কেজি। টি বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে সারা ভারতে ১৩৪৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়েছে যা বিগত অর্থবর্ষের থেকে ৮৫.৫৩ মিলিয়ন কেজি বেশি। চা উৎপাদনে চিনের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। রপ্তানি করা হয় ১৯৭ মিলিয়ন কেজি চা। সারা ভারতে উৎপাদিত চায়ের ৫০ শতাংশের বেশি আসে আসাম রাজ্য থেকে, ২৬ শতাংশ আসে উত্তর বাংলা থেকে।

২০২০-২১ সালে ২০০.৭৯ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করে, যার বাজার মূল্য ছিল ভারতীয় টাকায় ৫৪১৫.৭৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ সালের তুলনায় প্রতি কেজি ৯.০৮ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কেজির দাম হয় ২৬৯.৭২ টাকা।

'টি বোর্ড ইন্ডিয়া'র ৬৮তম বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় সারা দেশে ১৫৬৯টি বড় চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে ১২টি বন্ধ চা বাগানের মধ্যেও ৮টি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ৬৮তম রিপোর্টে চা বাগান বন্ধের কারণ হিসেবে টি বোর্ড বলেছে, টি অ্যাক্ট অনুযায়ী চা বাগান কেন বন্ধ এবং ধুঁকছে তার কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে চা বোর্ড তার বিবেচনা করে। ভারতীয় চা বোর্ড চা বাগিচাগুলির ফলন কম হওয়া, চা গাছের বার্ধক্য, দুর্বল বাগান পরিচালন পদ্ধতি, গুণমান হ্রাস, শিল্পে অস্থিরতা ইত্যাদি এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলে।

বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাজারে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় চায়ের স্থান বিশ্বমানের মধ্যে

—এরপর ৪ পাতায়

চা শ্রমিকের সেকাল একাল

৩-এর পাতার পর—

একটি। ভারতীয় চায়ের গুণগত মান এবং সুনাম ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯ মে ২০২২ টি বোর্ড ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন চা বাগানে অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বোচ্চ মানের সবুজ দুটি পাতা এবং একটি কুঁড়ি তোলার আয়োজন। টি বোর্ড জানিয়েছে যে, ২০২৩ সালের জুন মাসে নিলাম কেন্দ্রগুলিতে এই চায়ের একটি বিশেষ নিলামের আয়োজন করা হবে। ভারতীয় চা বোর্ড দাবি করে যে, চা বাগানের শ্রমিকরা প্রাথমিকভাবে প্লান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১ এর বিধান দ্বারা সুরক্ষিত, যার বিধানগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা প্রয়োগ করা হয়।

বিশ্ব বাজারে ভারতীয় চায়ের বিপুল চাহিদা এবং তা বিক্রি করে দেশীয় এবং বৈদেশিক বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ মুদ্রা আয় হয় অথচ নিম্ন মজুরি, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, স্যানিটেশন, অশিক্ষা, প্রসবকালীন মৃত্যু, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের দুর্দশা চরমে। দারিদ্র তার নিত্য সঙ্গী হিসেবে বয়ে চলেছেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

উপনিবেশবাদের সময় থেকেই ভারতে শ্রম আইনের বীজ বপন করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ যুগে কৃষির বাণিজ্যকরণ হয় যা ভারতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চা বাগান মালিকানা ইংরেজ উদ্যোগপতিদের হাতে থাকায় তারা কর ছাড় পেত। এই শিল্পের আয় এবং বেতনের সিংহভাগ চলে যেত ব্রিটেনে এবং রাজকর্মচারীর পকেটে।

কার্ল মার্ক্স স্পষ্টভাবে ভারতের অপরিবর্তিত সহজ সরল সামাজিক জীবনের পরিবর্তনহীনতার রহস্যের চাবিকাঠি চিত্রিত করেছিলেন সুন্দরভাবে যা, ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনে তছনছ হয়ে যায়। রাষ্ট্রে পুনর্গঠন, এবং রাজবংশের অবিরাম পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঝড় ঝঞ্ঝা স্বত্ত্বেও কিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক উপাদনের কাঠামোগুলি অক্ষত থাকত, দিয়েছেন তার মননশীল বর্ণনা। উৎপাদন, যা সাধারণত জমির দখল এবং কৃষি এবং হস্তশিল্পের মিশ্রণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল শ্রমের একটি অপরিবর্তনীয় বিভাজন। যা ছিল সমাজের প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী সমগ্র উৎপাদনের এক নিবিড় ব্যবস্থা।

শ্রেণি দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক নিয়মেই ঔপনিবেশিক ভারতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সচেতন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, মূলত একচেটিয়া ব্রিটিশ আধিপত্য রুখতে ১৮৮০ সাল থেকে তাদের সংহত হতে দেখা যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চরিত্রের মধ্যেই ভারতীয় পুঁজিবাদের উন্নয়ন শুরু হয়। ড. এ আর দেশাই তাঁর ''সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম'' গ্রন্থে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ''পুঁজিপতিরা পিতার মত শ্রমিকেরা তার সন্তান'' গান্ধীজির এই শ্রেণিতত্ত্ব পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে গান্ধীজির জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে তোলে। বিত্তবান শিল্পপতি বিড়লা, বাজাজ ও সরাভাই অন্যান্যরা গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অর্থ দিতেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের আপসপন্থী পুঁজিবাদী শ্রেণি চরিত্রটি ফুটে ওঠে তখন ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস গর্ভনমেন্ট স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তারা বোম্বাই শহরে টেক্সটাইল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে পুলিশ দিয়ে দমন করেছিল। আজকের দিনেও মূলত পুঁজিবাদী স্বার্থকে বজায় রাখতেই আদানিরা বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি ফান্ডে রাশি রাশি অর্থ দিচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আই এল ও), ''শালীন কাজ'', ''উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান'' এর আহ্বান জানিয়েছেন যা টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের ১৬টি নতুন উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি যেম ''শালীন কাজ'' সহ অন্যান্য এই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইউনাইটেড নেশন সকলের মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন অর্জন করতে চায়। টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক এবং পরিবেশ গত বিষয়ে সমতা বজায় রাখে। জাতিসংঘেখর প্রস্তাবনায় মানবতা, জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তির লক্ষ্যে সওয়াল করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় বর্তমান তৃণমূল সরকার 'চা সুন্দরী' প্রকল্পের আওতায় চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য মুজনাই, ঢেকলাপারা, তোর্সা, লঙ্কাপারা এবং ধরণিপুর সহ বিভিন্ন চা বাগানে বাড়ি তৈরি করে শ্রমিক দরদি হবার চেষ্টা করছে। নির্মীয়মান বাড়িগুলির অপরিসর ঘরগুলিতে পরিবারের সকলের স্থান সংকুলান সম্ভব নয়। আইন অনুযায়ী, চা বাগানের শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, পেনশন, রেশন, আবাসন, জল, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। চা বাগানে দালাল চক্রের হাতে শ্রমিকের পি এফ-এর টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকের ঘরের চাল ফুটো, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, শিক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা সহ সব বিষয়ই প্রশ্নের মুখে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বন্ধ চা বাগানগুলিতে নারী পাচারের মতো ঘটনাগুলির অভিযোগ প্রায়ই দিনের আলো দেখে না।

গ্লোবাল হাংগার ইনডেক্স (জিএইচআই) সম্প্রতি তার রিপোর্টে বলেছে 'গুরুতর' ক্ষুধা সমস্যা নিয়ে ভারত সূচকের ২৯.১০ মান নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ১০৭ তম স্থানে অবস্থান করছে। পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ সূচকের ১৯.৬ মান নিয়ে ৮৪তম স্থান অবস্থান করছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষুধার স্তরযুক্ত অঞ্চল, যেখানে শিশু অপুষ্টির হার সবচেয়ে বেশি এবং এখনও পর্যন্ত যে কোনও অঞ্চলের মধ্যে শৈশব অপচয়ের হারও সবচেয়ে বেশি। ভারতে শৈশব অপচয়ের হার ১৯.৩ শতাংশ যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রধানমন্ত্রী মোদি বিভিন্ন সভায় ভারত দ্রুততম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে আজকের ভারত কতটা গতিশীল তার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে সদা তৎপর। কতটা এগিয়েছে ভারত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের রিপোর্টেই তা স্পষ্ট।

প্রাক-পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমাজগুলিতে পুঁজিবাদ এবং শ্রম সম্পর্কের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি যা পুঁজিবাদ বিকাশের সহায়ক—এই ঐতিহাসিক রিপোর্টগুলির সাথে তা ভালভাবে মিলে যায়। এই অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে একথা স্পষ্ট যে, ভারত সরকারের সংসদে যে ৪টি শ্রমবিধির আইন পাশ করে শ্রমিকদের কল্যাণের কথা নিশ্চিত করতে চাইছে তা, আগামীদিনে যা বিশ্ব নজরদারি পুঁজিতে পরিণত হয়ে, জীব বৈচিত্র পরিপুষ্ট সহ জয়বায়ু পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবী আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। আগামী সেপ্টেম্বরে ২০২৩ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে জি ২০ সম্মেলন। এবারে জি ২০ সম্মেলনের স্লোগান 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ' এই লক্ষ্যে শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন নরেন্দ্র মোদি। শীর্ষ সম্মেলনে আলোচিত হবে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রম অধিকার এবং শ্রম কল্যাণকে নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন বিষয় – প্রশ্ন এখানে একটি মূল বিষয়ে নিবদ্ধ, তাতে আগামীদিনে ফিরবে কি শ্রমিকের উন্নত জীবনযাপনের অধিকার? এককথায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা কখনই সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র :–

১) পেপার্স রিগার্ডিং দ্য টি ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল।

২) ৬৮তম অ্যানুয়াল রিপোর্ট টি বোর্ড ইন্ডিয়া, ২০২১-২২।

৩) সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, ড. এ আর দেশাই।

৪) গ্লোবাল হাংগার রিপোর্ট ২০২২।

৫) দি আর্লি হিস্টরি অফ দ্যা টি ইন্ডাস্ট্রি ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, হ্যারল্ড এইচ মান।

৬) থ্রি ইয়ার্স ওয়নডারিংজ ইন দি নর্দার্ন প্রভিন্স ইন চায়না, রবার্ট ফরচুন।

অপদার্থ রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে

বালেশ্বরে সাম্প্রতিক ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় শত শত মানুষের নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় রেল মন্ত্রকের, অপদার্থতা, অমানবিকতা ও পুঁজি তোষণের রাজনীতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। গত ২ জুন সন্ধ্যায় বাংলা-ওডিশার সীমান্তে বালেশ্বরের কাছে দক্ষিণ ভারতগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস বেলাইন হয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ নিহত ও আহত হন, একই সময়ে কলকাতাগামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেস এবং করমণ্ডলের উল্টে যাওয়ার বগির ধাক্কায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

ঘটনার অব্যবহিত পরেই আরএসপি সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বিবৃতি দিয়ে নিহত ও আহতদের প্রতি শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে ভারতীয় রেলমন্ত্রকের অকর্মণ্যতা ও পুঁজিতোষণকারী অবৈজ্ঞানিক নীতির সমালোচনা করেন। আরএসপি রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড় ও বিবৃতি দিয়ে শোক-সমবেদনা জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে জেলায় জেলায় সার্কুলার পাঠিয়ে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চমকবাজী রাজনীতির কারণে এত মানুষের মৃত্যু ও ক্ষতির জন্য রেলমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে বলেন।

নেতৃত্বের নির্দেশে জেলায় জেলায় মোমবাতি মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়।

৪ জুন রবিবার বিকেলে কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশনে আরএসপি কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ সভা ও স্টেশন চত্বরে মিছিল সংগঠিত হয়। মূলত রেল দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে এবং পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। দাবিগুলি হল—(১) রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দায় নিয়ে রেলমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পদত্যাগ করতে হবে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। (২) নিহতদের পরিবারের একজনকে রেলে স্থায়ী চাকুরি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৩) রেলে বেসরকারিকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। (৪) যাত্রী সুরক্ষার সাথে কোনো আপস না করে রেল পরিষেবা বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা দেশবাসীকে জানাতে হবে। (৫) রেলে শূন্যপদে অবিলম্বে লোক নিয়োগ ও রেলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন না করে 'বন্দে ভারত'-এর চমকবাজী চলবে না। বিক্ষোভ সভায় কম. পুলক মৈত্র, কম. আদিত্য জোতদার, কম. দীপক সাহা, কম. সায়ন্তন চক্রবর্তী, কম. শিখা মুখার্জি, কম. দীপু সাহা, কম. রমাশঙ্কর প্রসাদ, কম. মনু মল্লিক, কম. সামসাদ প্রমুখ রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জি। সভা শেষে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। আরএসপি'র এই প্রতিবাদ সভা বহু রেলযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংসদ ভবন উদ্বোধন, সংসদের বাইরের লড়াই ও ফ্যাসিবাদীদের রাজ্যশাসনের নমুনা

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

সংসদের ভেতরে ধর্মমতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বাইরে যৌন হেনস্থার শিকার ক্রীড়াবিদদের ওপর দিল্লি পুলিশের বর্বর হামলা। সংসদ ভবন উদ্বোধনে ভেতর ও বাইরে রাষ্ট্রের আচরণ ইঙ্গিত দিল কোন পথে এগোতে চলেছে দেশ। গণতন্ত্রের বদলে এদেশের আদর্শ হবে রাজতন্ত্র। রাষ্ট্র চলবে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে। রাজদরবার, রাজধানীর স্থাপত্য নিয়ে রাজা নিজের ঢাক নিজেই পেটাবেন। সঙ্গে থাকবে স্তাবক পারিষদবর্গ। প্রজারা না খেতে পেয়ে, না কাজ পেয়ে মরলেও রাজার কিচ্ছু যাবে আসবে না। এমনই এক ভারত চাইছে আজকের শাসক। এমন হিন্দু রাষ্ট্রে রাজার গুণগান না করলেই রাজদ্রোহী বলে আক্রমণ করা হবে। প্রয়োজনে কারাবন্দি। বিনা বিচারে বা বিচার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদী করে চলবে প্রতিবাদের কারাবাসের মেয়াদ। ধর্মরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে থাকবে স্বেচ্ছাচার, ব্রাহ্মণ্যবাদ, পুরুষতন্ত্রের মারণ ভাইরাস। যে ভাইরাস সমাজকে, সভ্যতাকে ক্রমশ পেছনের দিকে এগিয়ে নিতে চায়। স্বাধীনতার পর সংবিধান নাগরিকদের যে অধিকার দিয়েছিল তা কেড়ে নিয়ে নাগরিকদের কেবল কর্তব্যের পাঠ গেলানো হবে। রাজাই দেশ, দেশই রাজা। তাই রাজবন্দনাই প্রজাসম নাগরিকদের পবিত্র কর্তব্য। নয় বছর বিজেপি রাজত্বে সেভাবেই এগিয়ে চলেছে দেশ। সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিন তা অনেকখানি পরিষ্কার হল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রমাণ হল সংবিধানকে অমান্য করার ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও তিনি মানতে চান না। মানতে চান না সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেঙ্গলকে নিয়ে এসে, তাকে মহিমান্বিত করে হল নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন। বিজেপি'র প্রচারে এটা নাকি ইংরেজদের থেকে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক। সংসদ ভবনে তাকে বসিয়ে সরকার দেশপ্রেমের কাজ করেছে। কংগ্রেস নাকি সেই ইতিহাস মুছে দিতে চাইছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, শহিদদের আত্মত্যাগ নয়, বিজেপি'র কাছে স্বাধীনতার প্রতীক হল একটি রাজদণ্ড। দক্ষিণ ভারতে চোল রাজত্বে রাজ্যাভিষেকের সময়ে সেঙ্গল নামক দণ্ডটি ব্যবহার করা হত। তামিল সেম্মাই শব্দ থকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ ন্যায়পরায়ণতা। হিন্দু ধর্মরীতি অনুসারে এই অনুষ্ঠান হত। রাজতন্ত্রে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। বলা হচ্ছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তা নাকি মাউন্টব্যাটেন নেহরুর হাতে তুলে দেন। রুপো দিয়ে তৈরি ও সোনার জলে মোড়া এই দণ্ডটি তামিল পুরোহিত নাকি মাউন্টব্যাটেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তা গঙ্গাজলে পবিত্র করে নেহরুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিজেপি'র অভিযোগ নেহরু এই দণ্ডের যথাযথ মর্যদা দেন নি। বিজেপি একে মহিমান্বিত করতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করছে। রাজা বদলের সময় ব্যবহৃত একটি রাজদণ্ডকে প্রচারে আনছে। যেখানে রাজা বদলই মুখ্য। রাজার বদল আর দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এক নয়। রাজ্যাভিষেকের ধর্মীয় রীতিকে মহিমান্বিত করে বিজেপি আসলে রাজতন্ত্রকেই মর্যাদা দিতে চায়। মান্যতা দিতে চায় রাজকার্যে ধর্মীয় রীতিনীতিকে। তাহলে স্বপ্নের হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে নেওয়া যায়। সাধু সন্তদের উপস্থিতিতে হিন্দু রীতি মেনে সংসদ ভবন উদ্বোধন আর সেঙ্গল নিয়ে এত প্রচার একই সূত্রে গাঁথা। ধর্ম ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ঠাঁই নেই। প্রতিবেশী পাকিস্তান, বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কার্যকলাপ, গণতন্ত্রের অস্থিতিশীলতা তারই প্রমাণ বহন করছে। নেপাল কয়েক বছর আগেও রাজতন্ত্রের মদতেই হিন্দু রাষ্ট্র ছিল। আর এস এসের সঙ্গে রাজপরিবারের সখ্যও সকলে জানেন। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের রাজতন্ত্রের রীতিকে সামনে আনার অন্য লক্ষ্যও আছে। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের কর্মসূচি দক্ষিণ ভারতে পাকাপোক্ত জায়গা করতে পারছে না। আর্য আর দ্রাবিড় সভ্যতার পার্থক্য, ভাষার বৈচিত্র তার কারণ। তামিল রীতিকে মান্যতা দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের কর্মসূচিতে তাকে আত্তীকরণ করার চেষ্টা রয়েছে। যা আগামীদিনে দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়ক হলেও হতে পারে।

ধর্মীয় রীতিতে সংসদ ভবন উদ্বোধনের সময়েই আক্রমণ নেমে এল দেশের গৌরব কুস্তিগিরদের ওপর। যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করছিলেন। অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ। মহিলা কুস্তিগিরদের অভিযোগ এই ব্যক্তি একাধিকবার তাঁদের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন। বিচার চাইতে তাঁরা অনেকদিনই দিল্লির রাজপথে অবস্থান করছিলেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে তাঁরা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। অথচ তাঁরাই আজ উগ্র জাতীয়তাবাদী বিজেপি'র পুলিশের হাতে আক্রান্ত হলেন। টেনে হিঁচড়ে তাঁদের যখন জেলে নেওয়া হল, অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ তখন সংসদের ভেতরে। যৌন নির্যাতনসহ নানা দুষ্কৃতিমূলক কাজে অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ বিজেপি'র সম্পদ। রামমন্দির নির্মাণের অন্যতম সংগঠক। তিনি থাকবেন সংসদের ভেতর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায়। আর দেশের গৌরব পদকজয়ীরা বিচার চাইতে গেলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হবেন। এটাই বিজেপি'র জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের মোড়কে উগ্র রাষ্ট্রবাদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রথম থকেই বিতর্ক ছিল। রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ না জানানোয় বিরোধীরা এই অনুষ্ঠান বয়কট করেন। উদ্বোধন করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এমন এক অনুষ্ঠনের উদ্বোধন রাষ্ট্রপতির করাটাই স্বাভাবিক রীতি। তাঁর বদলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলি এককাট্টা হয়ে এই অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আদর্শ একনায়কতন্ত্রী হিসেবে যথারীতি এরজন্য বিরোধীদেরই কটাক্ষ করেছেন। তার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন, জাতীয়তাবাদের আবেগ।

সংবিধান অনুসারে, রাষ্ট্রপতি সংসদের অভিভাবক। তাঁকে দিয়ে ভবনের উদ্বোধন করানোই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সংবিধান মানার মাথার দিব্যি কখনই বিজেপি তথা সংঘ পরিবার দেয় নি। বিজেপির নেতা, এমনকি মন্ত্রীমশাইরাও একাধিকবার সংবিধান বিরোধী কথা বলেছেন। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যের অঙ্গীকার তাদের আদর্শ বিরোধী। সংবিধান প্রণয়নের সময় থেকেই তারা এর বিরোধিতা করে আসছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিজেদের মতো সংবিধান গড়ার ভিত তৈরি করছে। সংবিধান অমান্য করা বা তার রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করা তারই অঙ্গ।

বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়েই নতুন করে সংবিধান রচনার ধুয়ো তোলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সংবিধানে বহু সংশোধনী এসেছে। বলবার অপেক্ষা রাখে না, সেই অজুহাতে সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিই তারা বদলে দিতে চেয়েছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের কাছে ভারতীয় সংবিধান যে কখনই গ্রহণীয় নয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্থানের আদর্শে বিশ্বাসীরা বৈচিত্র্যকে সহ্য করতে অক্ষম। এমনও শোনা গিয়েছিল যে, ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে রাষ্ট্রপতি প্রধান একনায়কের দেশই ঠিক। তাতে নাকি স্থায়ী সরকার হবে। বহুদলীয় গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হিন্দুত্ববাদীদের আদর্শ রাষ্ট্রের বিরোধী। মোদিজি সেই পথেই চলেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে বিজেপি যদি রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চায়, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে উপেক্ষা করছে কেন? সংবিধানসম্মত প্রাপ্য মর্যাদা দিচ্ছে না কেন? আসলে পদ নয়, ব্যক্তিটাই তাদের কাছে বড়। মোদিজিকেই অদ্বিতীয় হিসেবে তুলে ধরতে হবে। দল নয়, মন্ত্রীসভার সদস্যদের যৌথ দায়িত্ব নয়, রাষ্ট্রপতি, নির্বাচিত শাসক বা বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, একজন ব্যক্তিই সব। ব্যক্তির নাম আগামীতে বদলাতে পারে, কিন্তু একনায়কতন্ত্র বদলাবে না। তিনি নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করে চির অমর থাকবেন। শাসক হিসেবে দেশের সর্বজনীন উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা, তাঁর অতীতের কাজ এসব কোনোকিছুই বিচার্য নয়। নতুন সংসদ ভবন নয়, তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনই আসল। যা আদতে রাষ্ট্রের ক্ষমতার আস্ফালন। এভাবেই একসময়ে ফ্যাসিস্টরা সংবিধান বদলের অধিকার দাবি করেছিল।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জন্মদিনটিকে সেই কারণেই উদ্বোধনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। যেন নতুন সংসদ ভবন এক নতুন ভারত গড়ে তুলবে। সে ভারত বৈচিত্র্যের ভারত নয়। সে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হবে বিকৃত। গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদ ও রাজনৈতিক ইসলাম যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছে, তাকেই মহান বলে রাষ্ট্র প্রচার করবে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে কোনো তফাত এদেশের হিন্দুত্ববাদীদের নেই। এই ভারতে নেতাজীর বিশাল মূর্তি হবে, গান্ধীজির চশমাকে লোগো করে স্বচ্ছ ভারতের প্রচার হবে আর সাভারকর, গোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ, নাথুরামদের আদর্শে দেশ গড়ার কাজ চলবে। সংসদ, বিচারসভা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন, নানা তদন্তকারী সংস্থা সবক'টিই স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে শাসকের বশংবদ হবে।

নতুন সংসদ ভবনসহ সমগ্র ভিস্টা প্রকল্প সেই আস্ফালনের প্রতীক। ব্রোঞ্জ মূর্তির সিংহের হিংস্ররূপ তারই বার্তা বহন করে। করোনা অতিমারিতে দেশ যখন বিপর্যস্ত, অতিমারি মোকাবিলায় সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ তখন, সেন্ট্রাল ভিস্টা নিয়ে আড়ম্বর করতে সরকার এতটুকুও দ্বিধা করে নি। এই প্রকল্পে প্রাথমিকভাবেই খরচ ধরা হয় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। পরে খরচ আরও বেড়েছে। অতিমারি, লকডাউনে যখন দেশ ধুঁকছে তখন সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে যখন নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস হল, তখন অতিমারি দ্বিতীয় ঢেউ দুয়ারে কড়া নাড়ছে। পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠে হিন্দু রীতিতে সেই শিলান্যাস হয়। তারপর দিল্লির রাজপথ জুড়ে অতিমারিতে মৃত মানুষের দেহ, মৃতদেহ দাহের মর্মান্তিক দৃশ্য আমরা দেখেছি। কিন্তু ভিস্টার কাজ বন্ধ হয় নি। জরুরি পরিষেবা বলে চালু রাখা হয়।

সেই প্রকল্পের অধীন নতুন সংসদ ভবন নির্মাণে প্রথম খরচ

—এরপর ৮ পাতায়

ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা বাহানাগা বাজারে

১-এর পাতার পর—

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশ ২ জুন ২০২৩ চেন্নাইগামী শালিমার-চেন্নাই আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবং যশবন্তপুর-হাওড়াগামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেস দুদিক থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছিল দুটি ট্রেন। পাশাপাশি দুটি লাইনে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে লাইনচ্যুত হল দু'টিই। মাঝের লাইনে একটি মালগাড়ি। একটি ধাক্কা খেল অপরটির সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির ওপরে করমন্ডলের ইঞ্জিন উঠে গেল। সেই ভয়ঙ্কর ধাক্কার তীব্র অভিঘাতে একটি ট্রেনের ইঞ্জিন ও কয়েকটি কামরা ছিটকে গিয়ে পড়ল অন্য পাশের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ির উপরে। শুক্রবার সন্ধে সাতটা নাগাদ ওড়িশার বালাসোর স্টেশনের সামান্য দূরে বাহানাগা বাজার নামে একটি অখ্যাত স্টেশনের কাছে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

এমন তিরবেগে ছুটে আসা ট্রেন দু'টির মধ্যে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের অসহায় যাত্রীরা তাঁদের জীবন দিয়ে মাশুল গুণলেন। মুহূর্তের মধ্যে আর্ত মানুষের হাহাকার রবে মুখর হয়ে উঠল অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামীণ ওড়িশার এই অঞ্চলটি। তমসা গভীর হল সহস্র মানুষের আর্ত রবে। দুর্ঘটনার পরেই সন্নিহিত গ্রামের মানুষরা নিজেদের সাধ্য উজার করে ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সংবাদে প্রকাশ যে যশবন্তপুর এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয় ৬-৫৫ মিনিটে। তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধাক্কা খায় লাইনচ্যুত বগিগুলির উপরে। ভয়াবহ, মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক শিহরণ সৃষ্টিকারী কোনও অভিধাতেই এমন মৃত্যুমিছিলকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

রেলমন্ত্রীর বয়ান অনুযায়ী রুট রিলে সিগনাল ব্যবস্থার চরম ত্রুটির জন্যই এমন অঘটন ঘটে গেছে। তিনি প্রথমে রেলপ্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে এমন এক বীভৎস ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার নিদান দিয়েছেন। আত্মপ্রচারসর্বস্ব প্রধানমন্ত্রী তাঁর আনুষ্ঠানিক ভ্রমণকালে সোচ্চারে ঘোষণা করলেন যে, এমন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। তদন্তের ফলাফল ঘোষিত হবার আগেই শাস্তি বিধানের ঘোষণা যে অনভিপ্রেত তা, এই সবজান্তা সংঘপরিবারের প্রচারককে কে মনে করিয়ে দেবে। তাঁর মনে হয়তো নাশকতার প্রসঙ্গও উঁকি মারছিল। এই জাতীয় বিপর্যয়কে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির জন্য কিছু সুযোগ করে দেবার অপচেষ্টা নিশ্চিতই সন্ধান করছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতোমধ্যেই মিথ্যা প্রচারে মেতে উঠেছে মোদি ভক্তরা। তারা ইঙ্গিত করছে যে, বাহানাগা স্টেশনের ম্যানেজার ধর্মীয় দিক থেকে অহিন্দু!

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে তো আর পুলোয়ামা বা বালাকোট নির্মাণ সম্ভব হবে না। ফলস্বরূপ বাহানাগার নরমেধকেই কোনভাবে অতি জাতীয়তাবাদের মোড়কে সাজিয়ে তোলা যায় কিনা সেই অপচেষ্টা নিশ্চিতই ছিল বা আছে। অবশেষে সিবিআই তদন্ত তারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। সম্ভবত সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। একান্তভাবে পোষমানা সিবিআইকে দিয়ে তদন্তের অভিনয় করে বলিয়ে দেওয়া যেতে পারে এই দুর্ঘটনার পিছনে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদের হাত রয়েছে।

ভারতে প্রায় সত্তর হাজার কিলোমিটার রেলপথ। এর বৃহদংশ গড়ে উঠেছে ১৬০ বছরেরও আগে। সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত। এত বিপুল সংখ্যক রেললাইনগুলি প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব, বিশ্বের বৃহত্তম গণপরিবহন ব্যবস্থার দেখভাল ঠিকমতো না হলে বিপদ তো হতেই পারে। রেলমন্ত্রক এই অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ না করে এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে শুধুই চমক নির্ভর রেলযাত্রার ব্যবস্থা করে দেশের মানুষের চূড়ান্ত সর্বনাশ করে চলেছে মোদি সরকার। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের অসহায় মৃত্যুর জন্য একান্তভাবেই দায়ী বর্তমান মোদি সরকার। কোনও তদন্ত না করেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। পদত্যাগ করতে হলে স্বয়ং মোদিকেই পদত্যাগ করে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

এই মৃত্যু মিছিল চলছেই--রেলমন্ত্রকের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা

দীর্ঘ নয় বছর অপশাসনকালে ভারতের যারপরনাই ক্ষতি হয়েই চলেছে। সে সবের বিবরণ অন্যত্র উল্লেখ্য। কিন্তু রেল ব্যবস্থার এমন দুর্দশা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মোদির জনস্বার্থ বিরোধী স্বরূপ। মোদির আত্মপ্রচারের বাসনা পূরণ করতে রেললাইন এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর কোনও পরিবর্তন না করেই নানা রুটে বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হচ্ছে। এমনিতেই প্রত্যেকদিন প্রায় ১১ হাজার ট্রেন দেশের প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষকে বহন করে। তার ওপর চমকসৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপনসর্বস্বতা রেলের প্রভূত ক্ষতি করে চলেছে। জানা যাচ্ছে যে, ২০২১ সালেই সব মিলিয়ে ১৬ হাজার মানুষ অসহায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। অনেকে আবার চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েই মারা পড়েছেন। অনেক মৃত্যু হয়েছে রেললাইনে চলাচলে।

আতঙ্কিত হবার বিষয়, ২০১৮ সালেই রেলমন্ত্রক Safety Commission বা রেলযাত্রার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে যে সংস্থা ক্রিয়াশীল তার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী কর্মী নিয়োগ অনেক কারণে আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তো তাদের প্রায় কেউই অবশিষ্ট নেই। রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ রেলের বড় বড় অধিকর্তার পছন্দের কন্ট্রাকটারের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব কিভাবে পালিত হচ্ছে তা বলার নয়। রেলের স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে কমেই চলেছে। তাদের মধ্যে গ্রুপ সি কর্মীদের সংখ্যা কমেছে আশঙ্কাজনকভাবেই। রেলের কর্মীসংখ্যা সর্বমোট প্রায় তিন লক্ষ কুড়ি হাজার কম। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এই শূন্যপদগুলি পূরণে রেলমন্ত্রকের কোনও উদ্যোগ নেই। দেশে বেকারত্বের হাহাকার মোদির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। শূন্যপদগুলির বৃহদাংশই নিরাপত্তামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত।

অনেক পুরাকালের কথা নয়, রেলমন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ প্রসঙ্গে ইদানীংকালেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সেই স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপিরই সাংসদ এবং তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যও বিজেপি। মোদি সরকারের কোনও তাপ উত্তাপ নেই। রেলমন্ত্রী বর্তমান সময়ে এমন বীভৎস দুর্ঘটনা বা গণহত্যার পরে যে অভিনয় করে যাচ্ছেন, তিনি কেন আদৌ আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করেননি তার উত্তর কে দেবে?

সি এ জি'র রিপোর্টও একই কথা উল্লেখ করেছে। তাদের পরামর্শগুলি কি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল? একেবারে এই সেদিন দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ একটি প্রতিবেদনে সিগনাল ব্যবস্থার ত্রুটির বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ করেছে। রেলমন্ত্রক সেসব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এখন, এত মানুষের অসহায়ভাবে হতাহত হবার পরে শুধুমাত্র দুর্ঘটনাস্থলে বহুসংখ্যক আধিকারিক ও কর্মচারী পরিবৃত হয়ে 'ভারত মাতা কী জয়' বা 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান তুলে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কী বোঝাতে চাইছেন? তাঁর ভূমিকা নিয়ে অজস্র প্রশ্ন। তিনি এক অকর্মন্যতম মন্ত্রী হিসেবেই কুখ্যাতির অধিকারী। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কহীন রেলমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

রেল দুর্ঘটনা ঘটলে মৃত মানুষের সংখ্যা নিরূপণ সব সময়েই প্রশ্নসংকুল। বাহানাগা বাজারের বহুসংখ্যক সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যত সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর উল্লেখ করছে তার সঙ্গে রেলমন্ত্রী প্রদত্ত সংখ্যার কোনও মিল নেই। তিনি আবার মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন। দশ লক্ষ টাকা করে যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে তা কতজন হতভাগ্য মানুষের পরিবার পাবেন তা নিয়ে গভীর সংশয় রয়েছে। সাধারণ মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে আছেন। বহু বা এক একটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ চিরতরে হারিয়ে গেলেন। কোনও সরকারি সাহায্য বা দান দিয়েই তা পূরণ হতে পারে না।

নিহত এবং চূড়ান্তভাবে আহত রেলযাত্রীদের একটি বড় অংশই পরিযায়ী শ্রমিক। সুদূর তামিলনাড়ু বা কেরল রাজ্যে এদের সমাদর রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশা সরকারের কোনও মাথাব্যথাই নেই। মৃতযাত্রীদের পরিবার-গুলিকে সরকারি উৎসব করে কিছু সহায়তা প্রদান এই গভীর সমস্যার সমাধান করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলীদের অসহনীয় দুর্নীতিকে অজুহাত করে মোদি সরকার প্রথমাবধি তাদের অপছন্দের গ্রামীণ রোজগার নিরাপত্তা খাতে প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না। ফলে গ্রামীণ মানুষদের নতুন করে ১০০ দিনের কাজের ন্যূনতম সুযোগও আর নেই। রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের সংবেদনশীলতা পরিহার করে শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে দোষারোপ করে চলেছে। এ ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে পারে না।

জলপাইগুড়িতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহিলা সংঘ

সারা দেশে মহিলারা বিপন্ন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শাসনে যেমন নারীদের প্রতি অত্যাচার বেড়েছে, তেমনি রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের আমলেও পশ্চিমবঙ্গে নারীরা নিরাপদ নয়। জলপাইগুড়িতে রবিবার নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের কনভেনশনে সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী তথা আরএসপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা কম. সুচেতা বিশ্বাস এভাবেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যে দুর্নীতি এখন প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। চাকরি চুরি হয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথাকথিত জনজোয়ার কর্মসূচিতে দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে। এদিন অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কম. ছায়া রায়, আরএসপি জেলা সম্পাদক কম. সন্তোষ সরকার প্রমুখ।

ইংরেজবাজারে সরব অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকা কর্মীরা

গত ৫ জুন, সোমবার বেতনবৃদ্ধির মতো একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাল সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকা কর্মী সমিতি। এ দিন দুপুরে শহরে মিছিল করে মালদহের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা। পরে, ১৩ দফা দাবিতে প্রকল্পের আধিকারিকদের স্মারকলিপি দেন তাঁরা। সংগঠনের মালদহের আহ্বায়ক কম. মমতা হালদার বলেন, ''অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সব কাজে লাগানো হলেও বেতন সরকারি কর্মীদের মতো দেওয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বরাদ্দবৃদ্ধি নিয়ে এ দিন আমরা পথে নেমেছি।''

আর ওয়াই এফের ডাকে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল

গত ৭ জুন তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে কলকাতায় আর ওয়াই এফের ডাকে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আর ওয়াই এফের সেদিনের মূল তিনটি দাবি– ১) কেন্দ্র ও রাজ্যের সকল শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, ২) কৃষিক্ষেত্র ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জীবিকার নিরাপত্তা ও ৩) রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই মিছিল সংগঠিত হয়। গত কয়েকদিন ধরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা সম্পর্কিত আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা সত্বেও যুবকদের উপস্থিতি ও উদ্দীবনা ছিল অপরিসীম। কেন্দ্রে ও রাজ্যে দীর্ঘদিন নিয়োগ না হওয়া, শিক্ষা সহ বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি, যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের উৎকোচের বিনিময়ে নিয়োগে রাজ্যের যুব সমাজের ধৈর্য্যের বাঁধ যে ভেঙে দিয়েছে তা ঐদিনের মিছিলের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রমাণ করে দেয়। কেন্দ্রেও রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অসংখ্য শূন্যপদ রয়েছে। রেলে প্রায় তিন লক্ষ বারো হাজার শূন্যপদ

আর ওয়াই এফের বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

রয়েছে। রাজ্যে প্রায় ছয় লক্ষের কাছাকাছি সরকারি শূন্যপদ। একশো দিনের কাজে রাজ্যের দুর্নীতি সীমাহীন যা গ্রামের বেকারত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের জীবন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। সরকার নতুন নতুন আইনের দ্বারা জনগণের প্রতি তাদের দায় অস্বীকার করতে চাইছে। এই সময়ের নিরিখে প্রতিবাদ মিছিল রাজ্যের যুব আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল যায় ধর্মতলায়। শিয়ালদা ও হাওড়া থেকে যুবকরা সমবেত হয় কলেজ স্কোয়ারে। একটি সুদীর্ঘ মিছিল কম. হায়দার মোল্লা, কম. প্রদীপ সরকার, কম. নাজনীন পারভীনদের নেতৃত্বে শিয়ালদা থেকে কলেজ স্কোয়ারে যায়। মিছিলের শুরুতে কলেজ স্কোয়ারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন আর ওয়াই এফের রাজ্য সভাপতি কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ও রাজ্য সম্পাদক কম. আদিত্য জোতদার। কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের তুলোধনা করে বলেন 'কেন্দ্র রাজ্যের সরকার আসলে বেকার যুবকদের কাজ দিতে চায় না, জনগণের দায়িত্ব নিতে চায় না, শুধু হিন্দু মুসলিমে ভাগ করতে চায়। অথচ প্রতিদিন মানুষের বেঁচে থাকাই দুঃসহ হয়ে উঠছে।" কম. আদিত্য জোতদার বলেন ''রাজ্য সরকার ২০১১ সাল থেকে এ রাজ্যে কোনো চাকরির ব্যবস্থা করেনি, কোনো কারখানাও বানায়নি; ফলে রাজ্যের মানুষ ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে, যার পরিণতি হচ্ছে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের মতো দুর্ঘটনায় মৃত্যু। একইরকমভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো বেসরকারিকরণ করে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করেছে মোদি সরকার।" বক্তব্য শেষে ঝান্ডা, ব্যানার ও লাল টুপি সহ সুসজ্জিত বিশাল মিছিল শুরু হয় তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে।

এদিন মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জি রোড হয়ে ধর্মতলায় পৌঁছয়। ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিং অবরোধ করে সেখানে স্লোগান ও ধিক্কার সহযোগে কর্মহীনতা ও দুর্নীতি সৃষ্টিকারী মোদি এবং মমতার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এদিন কমরেডদের মেজাজ ছিল প্রতিবাদী ও আগ্রাসী। কমরেডদের মেজাজের কাছে পুলিশ প্রশাসন খানিকটা অসহায় হয়ে পড়ে। তীব্র দাহদাহর কথা মাথায় রেখে বাস ভর্তি ও পথ চলতি সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ডোরিনা ক্রসিংয়ের অবরোধ তুলে নেতৃত্ব আর ওয়াই এফের মিছিল নিয়ে যান লেনিন মূর্তির পাদদেশে। সেখানে ছোট সভার পর কর্মসূচি শেষ হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন কম. এ এম হাসানুজ্জমান, কম. বিশ্বজিৎ সরকার, কম. সুপ্রিয় রায়, কম. অমিত সাহা, কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. নওফেল মহ. সফিউল্লা, কম. আদিত্য জোতদার প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান এই মিছিল এখানেই শেষ নয়, যতদিন সরকার সমস্যার সমাধান না করবে ততদিন লাগাতার এই আন্দোলন চলতে থাকবে।

বালেশ্বর ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা

আরএসপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কম. তপন হোড়ের বিবৃতি

বালেশ্বরে যে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যাত্রী সুরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের সরকার আজও উদাসীন। ভারতীয় রেলকে বেসরকারিকরণ করার পত যত মসৃণ হবে এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ততই বৃদ্ধি পাবে।

এরূপ পরিস্থিতিতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের লক্ষে 'বন্দে ভারতের' স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের কাছে আমাদের দলের দাবি :

বালেশ্বরের রেল দুর্ঘটনায় তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যুর জন্য রেলমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দায় স্বীকার করে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। রেল বেসরকারিকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

তদন্ত তদন্ত খেলা না করে অবিলম্বে বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বালেশ্বরের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা ভারত সরকারকে করতে হবে। নিহতদের পরিবারের একজনকে ভারতীয় রেলে স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করতে হবে এবং রেলের নিয়ম অনুসারে তাদের প্রাপ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ কোনও ছল-চাতুরির সহায়তায় কেড়ে নেওয়া চলবে না।

যাত্রী সুরক্ষা, রেল পরিষেবার সাথে কোনওরূপ আপস না করার বিষয়ে সরকার কি কি পরিকল্পনা নিল তা অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করতে হবে। পাশাপাশি আরএসপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবি জানায়, এরূপ পরিস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করুন এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করুন। বালেশ্বরে ঘটে যাওয়া রেল দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাই, সংবাদমাধ্যমের সহায়তায় আরএসপি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘোষণা করছে যে, রাজনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও এই দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত মানুষের স্বার্থে আমাদের দল আপাতত সব বিভেদকে ভুলে সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত আছে।

ক্ষমতাসীন বিজেপির অলীক দাবি

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান জানিয়েছে, ভারতের এক অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ। ৭ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বভাষকে ছাড়িয়ে গেছে বৃদ্ধির হার। বিজেপি এই বৃদ্ধির হারকে নিজেদের সাফল্য বলে প্রচার শুরু করেছে।

প্রকৃত ঘটনা হল, ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধির হার দেখতে ভাল হলেও, বাস্তবে হতাশাজনক, এমনটাই মনে করছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিক কৌশিক বসু।

প্রকৃত ঘটনা হল, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বৃদ্ধির এই হার দেখানো হয়েছে, সেই ভিত্তিটাই তো অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল ২০২০-২১ সালে, সেই সময় বৃদ্ধি ছিল–৫.০৮ শতাংশ (বিশ্বের ন্যূনতম দেশগুলির অন্যতম), যা ভিত্তিটাকেই নিচে নামিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে বৃদ্ধির হারের হিসাব করা হয়েছে ২০২০-২৩ সালে দেশে বার্ষিক বৃদ্ধি হবে ৩.২৮ শতাংশ মাত্র। ভারতের মত সম্পদশালী দেশের পক্ষে বেশ কমই।

প্রসঙ্গত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন বলেছেন, গত বছর এপ্রিল-জুনে ভারতের বৃদ্ধির হার ছিল ১৩ শতাংশের বেশি, জুলাই-সেপ্টেম্বরে হয় ৬.৩ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বরে হয় ৪.৪ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ মাসে আরও নামতে পারে ৪.২ শতাংশে। বৃদ্ধির হারের এই ক্রমাগত নিম্নগতি আশঙ্কাজনক। কোথা থেকে দেশ বৃদ্ধির রসদ পাবে–এমন সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন রঘুরাম রাজন।

Vol. 70 Issue No. 32 শনিবার, ১০ জুন ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

জননেতা কম. নর্মদা চন্দ্র রায়ের প্রয়াণ দিবসে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ

অতিমারির আবহে তাঁর চিরবিদায়। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর খুব বেশি সুযোগ পায়নি এলাকার মানুষ। কুশমণ্ডির মানুষ ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন, কম. নর্মদা চন্দ্র রায় তাদের হৃদয়েই আছেন।

গত ১ জুন কুশমন্ডির রাস্তা ফের যেন রক্তিম হয়ে উঠল লাল পতাকায়। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করেই ১০ নম্বর রাজ্য সড়কে আরএসপি কর্মীদের ঢল নামলো রাস্তায়। মহিপাল রোডের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসের স্মরণসভা। আর এই প্রয়াণ দিবসে মানুষকে সংগঠিত করে বৃহত্তর লড়াইয়ের অঙ্গীকার। এদিন প্রায় এক হাজার দলীয় কর্মীরা কোদাল বেলচা ও কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত পতাকা নিয়ে সুসজ্জিত মিছিল সংগঠিত করে এবং গোটা কুশমণ্ডি শহর পরিক্রমা করে পোস্ট অফিসের সামনে হয় পথসভা। উপস্থিত ছিলেন গণআন্দোলনের পরিচিত নেতৃবৃন্দ। সন্ত্রাসমুক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন, একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা পরিশোধ, নারীদের ওপর সংগঠিত অপরাধ বন্ধ, বেকারদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের দাবি উঠে এল তাদের বক্তব্যে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি উঠে এলো নর্মদা রায়ের লড়াকু জীবনের নানা দিক। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. মৃন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কম. নর্মদা রায়ের অনাড়ম্বর জীবনই ছিল তাঁর সম্পদ। তাঁকে কখনো বলতে হয়নি, আমি তোমাদের লোক। গরিব খেটেখাওয়া মানুষ ঠিক বুঝতে পারতেন কে তাঁদের নিজের লোক। কখনো মানুষের সাথে কম. রায়ের দূরত্ব তৈরি হয়নি। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও বারবার জিতে এসেছেন।' ছিলেন ছাত্র সংগঠন পিএসইউ-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল সফিউল্লাহ। তিনি বলেন, 'এই জেলা গণআন্দোলনে বরাবরই নতুন দিশা দেখিয়েছে। কম. নর্মদা রায়ের আদর্শকে সামনে রেখে আজকের ছাত্র-যুবদের সেই উত্তরাধিকার ধরে রাখতে হবে।' দলের রাজ্য কমিটির সদস্য শিক্ষক নেতা কম. জয়দেব সিদ্ধান্ত বলেন, 'তিনি দলের যেমন অনুগত সৈনিক ছিলেন, তেমনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে দলের উর্ধ্বে উঠে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য কাজ করতেন। মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল সব সংশয়ের উর্ধে।'

বিপ্লবী যুবফ্রন্টের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কম. জ্যোতির্ময় রায় বলেন, 'তাঁর সততা ও অনাড়ম্বর জীবনের জন্য তিনি ছিলেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। এমন একজন মানুষ আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাঁর জন্য এই এলাকার আর এস পি কর্মীরা গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে। তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। এখন থেকেই আরও বেশি করে আমাদের জনসংযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েই চলেছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি

স্পষ্টবক্তা, রাজনীতি সচেতন বর্ষীয়ান প্রখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দীন শাহ সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে, মুসলিম বিরোধিতা এখন এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর পেছনে হিন্দুত্ববাদী বর্তমান রাষ্ট্রনেতাদের সুচতুর ভূমিকা রয়েছে। ধর্মের নামে ভোট ভিক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমতাসীন এই দলটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিতটাকে ক্রমাগত দুর্বল করে চলেছে। দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে নাসিরুদ্দীন শাহ বলেন, বর্তমান চলচ্চিত্রে ও ওয়েব সিরিজে যা দেখানো হচ্ছে, বাস্তবে এরই প্রতিফলন ঘটছে। আক্ষরিক অর্থে ইসলামোফোবিয়া নির্মাণ করা হচ্ছে, এই সময় দেশের সামাজিক পরিস্থিতি রীতিমত উদ্বেগজনক। তার মতে মুসলিম বিরোধী চিন্তাভাবনা আমাদের মাথায় ঢোকানো হচ্ছে। যার প্রতিফলন সমাজজীবনেও দেখা যাচ্ছে। দেশের শিক্ষিত অথচ সমাজচেতনায় দুর্বল মানুষদের মনেও মুসলিম বিদ্বেষ ঢোকানো হচ্ছে। নাসিরুদ্দীন শাহ প্রশ্ন তুলেছেন দেশে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও সব কিছুতেই ধর্মকে ঢোকানো হচ্ছে কেন? কেন ধর্মের নামে ভোট চাইলেও নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশন বলেই এমন অনাচার চলছে।

তবে নাসিরুদ্দীন শাহ আশা করেন, একদিন হয়ত এমন বিদ্বেষ ঘৃণার রাজনীতির অবসান হবে।

মহিলা কুস্তিগীরদের সমর্থনে পিএসইউ

বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং-কে জাতীয় কুস্তিগীর ফেডারেশনের সভাপতির পদ থেকে অবিলম্বে অপসারণ ও গ্রেপ্তারের দাবিতে ৬ জুন মঙ্গলবার মৌলালী মোড়ে পি এস ইউ-এর অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। উপস্থিত সদস্যরা যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ সিং-এর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে সংক্ষিপ্ত সভা হয়, রাজ্য সম্পাদক কম. কৌশিক ভৌমিক বলেন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং-কে পকসো আইনে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেখানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা বলেন ''যে বিজেপি আমাদের দেশের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করতে পারে না, তারা কখনও আমাদের দেশ কে রক্ষা করতে পারবে না''। এছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন পিএসইউ-এর রাজ্য সভাপতি কম. হাবিবুর রহমান ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রসেনজিৎ দাস ও আর ওয়াই এফ রাজ্য সম্পাদক কম. আদিত্য জোতদার।

সংসদ ভবন উদ্বোধন, সংসদের বাইরের লড়াই

৫-এর পাতার পর—

ধরা হয়, ৮৬২ কোটি টাকা। বরাত পায় টাটা গোষ্ঠী। ২০২২ সালের সংবাদমাধ্যম এন ডি টিভি'র রিপোর্ট অনুযায়ী খরচ বেড়ে হয় ১২৫০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের দাবি নতুন সংসদ ভবন নাকি দেশের গণতন্ত্রকেই গৌরবান্বিত করবে। অথচ, বিজেপি'র আমলেই সংসদের অধিবেশনকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে। সংসদে বিতর্ক ছাড়া, স্ট্যান্ডিং কমিটির অভিমতকে গুরুত্ব না দিয়ে একের পর এক আইন সংশোধিত হয়েছে। অতিমারির সুযোগে সংসদকে এড়িয়ে নেওয়া হয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

সবচেয়ে বড় কথা সংসদ ভবনকে আধুনিক স্থাপত্যে ঝাঁ চকচকে করলেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় না। গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে ও অর্জিত অধিকারগুলি রক্ষা করে। বিজেপির নয় বছরের শাসন ক্ষমতায় উল্টোটাই ঘটছে। মত প্রকাশ, প্রতিবাদ করার, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা রাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে। অসহিষ্ণুতা ও অপরের প্রতি হিংসাকে রাষ্ট্র মদত দিচ্ছে। অতিমারির সুযোগে শ্রম বিধি, জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে অতীতে অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দানবীয় কৃষি আইন প্রণীত হয়েছে। আন্দোলনের চাপে তা প্রত্যাহার করা হলেও, প্রতিশ্রুতি সরকার রক্ষা করে নি। অতিমারির আগেই ৩৭০ ধারা ও ৩৫ এ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরকে তিন ভাগ করা হয়েছে। দেশজুড়ে এন আর সি চালুর হুঙ্কার দিয়ে নাগরিকত্বই কেড়ে নেওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। যে সরকারের আমলে সরকার বিরোধিতা আর দেশদ্রোহিতাকে এক করে দেখা হয়, সে সরকার গণতন্ত্রের উৎসব করলে আতঙ্কই বাড়ে।

বলা হচ্ছে, সংসদ ভবনে নাকি স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। আগামীদিনে জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বাড়বে। শোনা যাচ্ছে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংসদে আসন সংখ্যা বাড়ানোর নকশা তৈরি। বিন্যাস এমনভাবে হবে যাতে একটি দুটি রাজ্যে বিপুল আসন জিতলেই দেশ শাসন করা যাবে। বাকি রাজ্যগুলিকে অবজ্ঞা করে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের প্রকল্প বাস্তবায়িত করা যাবে। নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের পিছনে এটিও অন্যতম কারণ।

সংসদ ভবন নির্মাণসহ সমগ্র সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পকে জাতীয়তাবাদী প্রচারে নিয়ে আসা হয়েছে। মোদির রাজত্বে এটাই দস্তুর। এখানে দেশের কোনো শিল্পগোষ্ঠীর আর্থিক কেলেঙ্কারি মোকাবিলাতেও জাতীয়তাবাদের আবেগ ব্যবহার করা হয়। কোম্পানির কর্তা জাতীয় পতাকা দেখিয়ে বিবৃতি দেন। জাতীয় পতাকা নিয়ে ধর্ষকের সমর্থনে মিছিল হয়। দেশের নাগরিকের জমি, ভিটে কেটে কর্পোরেট দানবদের মুনাফা বৃদ্ধির খেলাও চলে জাতীয়তাবাদী টোটকা দিয়ে। আত্মনির্ভর ভারতের নামে কর্পোরেটদের মুনাফা বাড়িয়ে অর্থনীতি, দেশবাসীকে তাদের ওপরে নির্ভর করতে বাধ্য করা হয়। ভারত নির্মাণের নামে চলে বিনির্মাণ। প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর কর্পোরেটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ্য। যে জাতীয়তাবাদ আসলে দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নামে। স্থাপত্য নির্ভর জাতীয়তাবাদের অস্ত্রে অমরত্বের প্রত্যাশাও একনায়কতন্ত্রের সাধারণ চারিত্র বৈশিষ্ট্য। সংঘ পরিবার ইতিহাস বিকৃত করতে স্থাপত্য নিয়ে বিতর্ক ও দাঙ্গা বাধাতে সিদ্ধহস্ত। নতুনভাবে রাজধানী সাজানোর নামে সেই অস্ত্রেও শান দেওয়া হবে। এভাবেই মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাসকে বিকৃত বা ধ্বংসের কাজকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

ফ্যাসিবাদ এক আধিপত্যকামী দর্শন। বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের হিন্দুরাষ্ট্র কেবল স্বৈরাচারীই হবে না, তারসঙ্গে জড়িয়ে থাকবে ব্রাহ্মণ্যবাদ, পুরুষতন্ত্র। বিজেপি রাজত্বে তাই সংখ্যালঘুরাই নন, দলিতরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁদের হত্যা করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন হচ্ছে। হাথরসে নারী নির্যাতনের সত্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে সাংবাদিক সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রদ্রোহী বলে জেলে যাচ্ছেন। সংসদ ভবন উদ্বোধনের রীতি, সংসদের বাইরে নির্যাতিতাদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সেই ভারতের ইঙ্গিত দিল। এই ভারত বৈচিত্রের ভারত নয়। উদার ভারত নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিরোধী গণ আন্দোলনই পারে বিজেপি'র এই ফ্যাসিবাদী কর্মসূচিকে রুখতে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-